গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
সাধারণ শাখা-১
www.sylhetdiv.gov.bd

বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির অক্টোবর, ২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান. পিএএ বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	২১ অক্টোবর, ২০১৯, রোজ সোমবার।
সভার সময়	সকাল ১০:৩০ ঘটিকা।
স্থান	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এর ২নং ভবনের নীচতলার সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা-পরিশিষ্ট 'ক' (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)।

১.০ সূচনা বক্তব্য:

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত করে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুসারে সভার কার্যপত্রের উপর সকল সদস্যকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান।

২.০ বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:

এ কার্যালয়ের গত ২৭/০৮/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.০৬.০০১.১৫.৩৯৭ নম্বর স্মারকে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট ই-মেইল, বাহক মারফত ও ডাকযোগে বিগত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করা হয়েছে। গত সভার কার্যবিবরণীর ওপর কোন মন্তব্য/সংশোধন/সংযোজন আছে কিনা সভাপতি জানতে চাইলে সদস্যগণ কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। অত:পর বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ় করা হয়।

৩.০ বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

৩.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সিলেট জোন, সিলেট

সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সিলেট জানান, সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত সকল চলমান কাজের অগ্রগতি বেশ ভালো। সিলেট বিভাগের সকল ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাটসহ পর্যটন স্পটের রাস্তাগুলি দ্রুত মেরামতের গুরুত্বারোপ করেন। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ জানান যে, তাঁর জেলায় গোবিন্দগঞ্জ বাজার পয়েন্টের কাজ অচিরেই শেষ করতে হবে। সভায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সিলেট রাস্তাগুলির কাজ দ্রুত শেষ করা হবে এবং অসমাপ্ত প্রকল্পসমূহের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলনযোগ্য মেরামত করা হবে মর্মে সভাকে আশ্বস্ত করেন। এ ছাড়া সকল পর্যটনের স্পর্টগুলোর রাস্তাগুলো চারলেনের করার প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রস্তাব প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সিলেট-কে অনুরোধ করলে তিনি একটি কমিটি করে দেয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। সভার অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সিলেট; অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট এবং সংশ্লিষ্ট জেলার ডিসি-কে নিয়ে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি আগামী সভার পূর্বে স্পটগুলোতে যাতায়াতের রাস্তা চারলাইন করার প্রস্তাব প্রেরণের আহ্বান জানান। আইন-শৃঙ্খলা সভার ৯(৭)(৮)নং সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করলে তিনি জানান যে, ইতোমধ্যে ঢাকায় অফিসে যথাযথ তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত ওয়েট স্কেলের প্রস্তাবের তালিকা এ কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে মর্মে সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সিলেট জানান।

সিদ্ধান্ত: (ক) জনদূর্ভোগ লাঘবে অসমাপ্ত প্রকল্পসমূহের চলমান কাজ দ্রুত সম্পাদন এবং কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।
(খ) বর্ণিত কমিটি সিলেট বিভাগের সকল পর্যটন স্পটগুলোতে যাতায়াতের রাস্তা চারলাইন করার প্রস্তাব দ্রুত সম্পন্ন করে প্রেরণ করবেন।
(গ) ইতোমধ্যে স্ওজ কর্তৃক ঢাকায় প্রেরিত ওয়েট স্কেলের প্রস্তাবের তালিকা এ কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (ক) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, সড়ক জোন, সিলেট।
(খ) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট।
(গ) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।

৩.২ এলজিইডি, সিলেট

এলজিইডি সিলেট জোনের বিভিন্ন প্রজেক্টের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে এলজিইডি সিলেট জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, সিলেট জোনে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩৯টি প্রকল্পের অধীন ১৪৭৪টি প্যাকেজের মধ্যে অনেক প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। গড় অগ্রগতি ৪৫%। নতুন রাস্তা তৈরীর পর বিছনাকান্দি রাস্তার উৎসমূখে মজবুত গোল পোস্ট স্থাপনের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত হয়। তাছাড়া অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সভায় সিলেট বিভাগের গুরুত্তপূর্ণ পর্যটনস্পট গুলোর সংযোগকারী মোট ২৮৫ কিমি রাস্তার তালিকা পেশ করেন। সভাপতি এ বিষয়ে রাস্তার অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে কাজ শুরু করার অভিমত ব্যক্ত করেন এবং জেলায় উন্নয়ন সমন্বয় সভায় আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক চলমান প্রকল্পগুলোর কাজ দ্রুত সম্পাদন ও কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত: (ক) মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প গুরুত্বসহকারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) নতুন রাস্তা তৈরীর পর বিছনাকান্দি রাস্তার উৎসমূখে মজবুত গোল পোস্ট স্থাপনের করতে হবে।

(গ) সিলেট বিভাগের গুরুত্তপূর্ণ পর্যটনস্পট গুলোর সংযোগকারী রাস্তার অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে কাজ শুরু করতে হবে

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (ক) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট।

(খ) জেলা প্রশাসক, (সকল), সিলেট বিভাগ

(ঘ) এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহে দর্শন/পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: পরিচালক, স্থানীয় সরকার, সিলেট বিভাগ।

৩.৩ সিলেট গণপূর্ত জোন, সিলেট

সভায় বাংলাদেশে ৪টি মেরিন একাডেমি স্থাপন (পাবনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর) শীর্ষক প্রকল্পের মধ্যে সিলেটে একটি নির্মাণ কাজ মানসম্মতভাবে সম্পন্ন করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সভাপতি বলেন, উন্নয়নমূলক কাজের গুণগত মান ঠিক রেখে চলমান প্রকল্পগুলোর কাজের বিবরণ সাইনবোর্ডে প্রকাশ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজগুলো সম্পন্ন করার ওপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।

সিদ্ধান্ত: (ক) কাজের গুণগত মান ঠিক রেখে চলমান প্রকল্পগুলোর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (ক) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, সিলেট।

(খ) জেলা প্রশাসক, সিলেট ও পুলিশ সুপার, সিলেট।

৩.৪ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট জানান যে, সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিলকৃত সিলেট পাউবি শাহী ঈদগাহ দপ্তর ও আবাসিক প্রাঙ্গনে অবৈধ স্থাপনা সমূহ উচ্ছেদের জন্য তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট থেকেও রায় প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, সিলেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সভাপতি বলেন, আকস্মিক বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্থ এবং ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধসমূহ মেরামত করে টেকসই বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: (ক) হাওর রক্ষা বাঁধের প্রকল্পগুলোর কাজের গুণগত মান ঠিক রাখতে হবে। প্রতি বছর পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করে নতুন উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ কাজ ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই শেষ করতে হবে।

(খ) হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণে কৃষককে মাটির মূল্য প্রদানের জন্য কৃষি জমি হতে সংগ্রহকৃত মাটির মূল্য নির্ধারণপূর্বক প্রস্তাব দিতে হবে।

(খ) সিলেট পাউবি শাহী ঈদগাহ দপ্তর ও আবাসিক প্রাঙ্গনে অবৈধ স্থাপনা সমূহ উচ্ছেদের জন্য তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) শুকনো মৌসুমে নদী, খাল খনন এবং বাঁধ মেরামতের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) বাঁধ নির্মাণকারী ঠিকাদারদের কাজ সঠিকভাবে মনিটরিং করতে হবে এবং কাজ সঠিকভাবে সম্পন্নকরণের জন্য প্রয়োজনে কঠোর হতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ : (১) প্রধান প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট জোন।

(২) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।

৩.৫ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সিলেট

জেলা প্রশাসক মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ জানান যে, সামান্য ঝড় হলেই বিদ্যুৎ চলে যায়। এতে চুরি ডাকাতি বেড়ে যায় এবং আইন-শৃঙ্খলা অবনতির আশংকা থাকে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান, গ্রিড পাওয়ার স্টেশন না থাকায় সমস্যা হচ্ছে। তাই জরুরী ভিত্তিতে দুটি গ্রিড পাওয়ার স্টেশন স্থাপন প্রয়োজন। এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বিদ্যুৎ লাইনের দুই পাশে গাছের ডাল ভেঙ্গে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য নিয়মিত বিদ্যুৎ লাইনের পাশের গাছের ডাল কাটা অব্যাহত রাখতে হবে।

৩.৬ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট।

সভাপতি, বিআরডিটিআইসহ সকল জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুতের সংযোগ প্রদান করতে এবং পর্যায়ক্রমে বিভাগের সকল উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়নের আওতায় আনার চেষ্ঠা অব্যাহত রাখতে পরামর্শ প্রদান করেন। কোন কারণে জাতীয় গ্রীডে বিপর্যয় ঘটলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য সকলকে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। সরকারি অফিসের বকেয়া বিদ্যুৎবিল পরিশোধের জন্য সভায় সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান। এ ছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য রাস্তায় খুটি বসানো, পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে পিডিবি, সওজ এবং বনবিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় পল্লীবিদ্যুৎ এবং বিদ্যুৎবিভাগ এর গ্রাহক সংযোগ যাতে ওভারলেপ না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিতের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগে পরিবেশের ছাড়পত্র প্রয়োজন নেই, সম্ভাবনাময় ক্রমবিকাশমান শিল্প প্রতিষ্ঠানে দ্রুত বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ করতে হবে।

(খ) সিলেট বিভাগের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত সে সকল স্থানে গ্রীড পাওয়ার স্টেশন স্থাপনের জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) শুকনো মৌসুমে চাহিদা মোতবেক সেচ পাম্পগুলোতে বিদ্যুতের সংযোগ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (ক) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।

(খ) প্রধান প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট।

৩.৭ <u>আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সিলেট</u>

খাদ্য অধিদপ্তর সিলেটের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক জানান, সিলেট বিভাগে বর্তমানে পর্যাপ্ত চাল এবং গম মজুদ আছে। তবে আরো খাদ্যশস্যের মজুদ সন্তোষজনক মজুদ করা প্রয়োজন মর্মে জেলা প্রশাসকগণ জানান। চাল ও আটার বাজারদর স্থিতিশীল রয়েছে।সভাপতি বলেন, মান সম্মত খাদ্যশষ্য সংগ্রহ করতে প্রয়োজনে উন্নতমানের গুদাম নির্মানের প্রস্তাব প্রেরণ করতে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের বাদ দিয়ে সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত ন্যায্য মূল্যে ধান সংগ্রহ করতে হবে এবং সে লক্ষ্যে কৃষকদের তালিকা তৈরী করতে হবে। কৃষকদের প্রতিটি গ্রামে ধানের আর্দ্রতা মাপার যন্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তখন কৃষকরা প্রমাণ আদ্রতায় ধান সংরক্ষণ করবেন এবং সরবরাহ করবেন। খাদ্য মজুদ পরিস্থিতি সন্তোষজনক রাখা এবং যাতে চালের মূল্য বৃদ্ধি না পায় সেদিকে সর্তক থাকতে হবে। জেলা প্রশাসকগণ উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মাধ্যমে ভালমানের ধান/চাল সংগ্রহ কার্যক্রম মনিটরিং করবেন বাহিরের জেলা হতে চাল আনা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে।

সিদ্ধান্ত: (ক) চারটি জেলা হতে মান সম্পন্ন ধান সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আদ্রতা মাপক যন্ত্র প্রতিটি কৃষকদের গ্রামে সরবরাহ করতে হবে। এবং চাল সংগ্রহপূর্বক খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা ও মজুদ বাড়াতে হবে।

(খ) কৃষকরা যাতে লাভবান হয় সে উদ্যেগে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের বাদ দিয়ে সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত নায্য মূল্যে ধান সংগ্রহ করতে হবে।

(গ) খাদ্য মজুদ পরিস্থিতি সন্তোষজনক রাখা এবং যাতে চালের মূল্য বৃদ্ধি না পায় সেদিকে সর্তক থাকতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট অঞ্চল, সিলেট।

(ঘ) জেলা প্রশাসকগণ উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মাধ্যমে মৌসুমে ধান/চাল সংগ্রহ কার্যক্রম মনিটরিংসহ কৃষকদের সঠিক তালিকা প্রনয়ণ করবেন।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।

৩.৮ <u>সিলেট সিটি কর্পোরেশন,সিলেট</u>

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

সিটি কর্পোরেশন ভবনের সামনের হকারদের উচ্ছেদ করতে হবে। আবাসিক এলাকায় ভবনে বাণিজ্যিক কার্যক্রম ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় তা নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে দিতে হবে। নগর নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক অস্থায়ী মার্কিটসমূহ ভৌত অবকাঠামো অপসারণ করে ট্রাফিক জ্যাম নিরসন করতে হবে। ঝুকিঁপূর্ণ স্থানে প্রয়োজনে সিসি ক্যামেরা স্থাপন এবং অংশীজনের সাথে সভা করে সেবার মান বৃদ্ধি করতে হবে। সভাপতি এ কাজে জেলা প্রশাসন, সিলেট, মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং সিটি কর্পোরেশন, সিলেটকে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিচ্ছন্ন সিলেট শহর বজায় রাখতে সিটি কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। দরিদ্র ছাত্রদের নিমিত্ত জরাজিণ তপশীল ছাত্রাবাসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত: (ক) নগর নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক অস্থায়ী মার্কিটসমূহ ভৌত অবকাঠামো অপসারণ করে ট্রাফিক জ্যাম নিরসন করতে হবে। (খ) প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারে তপশীল ছাত্রাবাসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট।

(খ) জেলা প্রশাসক, সিলেট।

৩.৯ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট

সভাপতি বলেন, পেঁয়াজের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। সিলেট বিভাগে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কৃষি উন্নয়ন কোর কমিটির সভা করে পেঁয়াজের উৎপাদনে জোর প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রাখতে হবে। সকল অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় আনতে সঠিক সময়ে কৃষকদের পেঁয়াজ ও মশলা জাতীয় ফসলের বীজ সরবরাহ, সার, সেচসহ সকল প্রকার প্রয়োগিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। কৃষকরা এ সকল মশলা চাষ করতে প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক স্বল্প সুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। মশলা চাষ করে ন্যায্য মূল্য পায় সেজন্য সারা বছরে চাহিদা সম্পন্ন হিমাগারে সংরক্ষণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় সকল সংস্থা-কে সাথে নিয়ে এ কাজ করতে হবে। সভাপতি বলেন, এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়।**সিদ্ধান্ত:** (ক) সঠিক সময়ে কৃষকদের বিনামূল্যে পেঁয়াজ ও মশলা জাতীয় ফসলের বীজ, সারসহ সকল প্রকার প্রায়োগিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) কৃষকরা মশলা চাষের প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক স্বল্প সুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

(গ) বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি উন্নয়ন কোর কমিটির সভা করে মশলা উৎপাদনের কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।

(গ) কৃষকরা যাতে মশলা চাষ করে ন্যায্য মূল্য পায় সেজন্য সারা বছরে চাহিদা সম্পন্ন হিমাগারে সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।

(২) অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট।

৩.১০ বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ), সিলেট

বিএডিসি (ক্ষুদ্রসেচ) সিলেট সার্কেল এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্তির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে মর্মে জানান। সভাপতি, বৈদ্যুতিক সেচ পাম্পের পাশাপাশি শুকনো মৌসুমে সোলার সেচ পাম্প ব্যবহার বাড়ানোর অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত: (ক) বৈদ্যুতিক সেচ পাম্পের পাশাপাশি শুকনো মৌসুমে সোলার সেচ পাম্প ব্যবহার বাড়াতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ), বিএডিসি, সিলেট সার্কেল, সিলেট।

৩.১১ স্বাস্থ্য বিভাগ, সিলেট

সিলেট বিভাগের ০৪ (চার) টি জেলায়-০৩(তিন)টি জেলা সদর হাসপাতাল, ৩৮ (আত্রিশ) টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৮৫ (পচাঁশি) টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ২৩৪ (দুইশত চৌত্রিশ) টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বিদ্যমান আছে মর্মে সহকারী পরিচালক (স্বাস্থ্য), সিলেট বিভাগ, সিলেট জানিয়েছেন। ডেঙ্গুসহ সকল সংকটময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য বিভাগ সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছে মর্মে বলা হয়। সকল ঋতুর পরিস্থিতিতে সবরকম প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী যথাযথভাবে বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে। সভাপতি বলেন, ডেঙ্গু নির্মূলে যথাযথভাবে মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: (ক) দারিদ্র্য পিড়ীতদের ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহ কার্যক্রম যথাযথভাবে গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ডেঙ্গু নির্মূলে যথাযথভাবে মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: পরিচালক (স্বাস্থ্য), সিলেট বিভাগ, সিলেট।

৩.১২ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট

জনসাধারনের মাঝে সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ কাজে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় পুনঃখনন/সংস্কার করতে জলাশয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সভাপতি বলেন, অসমাপ্ত প্রকল্পসমূহের কাজ দ্রুত সম্পাদন ও কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণসহ জনগণের জন্য বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: (ক) সকল অঞ্চলে নলকূপ স্থাপন করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) সকল অঞ্চলে শতভাগ স্যানিটেশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট সার্কেল।

৩.১৩ প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, সিলেট

সভাপতি গৃহপালিত পশু-পাখিদের সুস্থ রাখা এবং এ বিষয়ে তৎপর থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভার পূর্বে বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেন প্রেরণ পূর্বক সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত: (ক) গৃহ পালিত পশু পাখিদের সুস্থ রাখা এবং গৃহীত প্রকল্পসমূহের মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ অর্জিত তথ্যাদির হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রতিটি সভার পূর্বে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: উপ-পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, সিলেট।

৩.১৪ মৎস্য অধিদপ্তর, সিলেট

সভাপতি বলেন, যারা বিষ প্রয়োগে মাছসহ সকল প্রজাতির জীব বৈচিত্র্য ধবংশ সাধন করেন তাদেরসহ সকল মৎস্যজীবিদের নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক সভা করে বিষ প্রয়োগে মাছ শিকার বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজন হলে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে হবে। পুকুর, জলাশয় ও হাওরের মৎস্য উৎপাদনের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রজনন মৌসুমে মাছ আহরণ বন্ধ রাখতে হবে। যারা মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) বিষ প্রয়োগে মাছ শিকারকারীদেরসহ সকল মৎস্যজীবিদের নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক সভা করতে হবে।

(খ)বিষ প্রয়োগে মাছ শিকার বন্ধ করতে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে ফৌজদারী মামলা করতে হবে।

(গ) হাওরে মাছের প্রজননকালীন মৎস্য আহরণ না করার নিমিত্ত জেলেদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ : (১) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।

(২) বিভাগীয় উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

৩.১৫ বিসিসি, সিলেট অঞ্চল, সিলেট

সিলেট বিভাগে চলমান বিসিসির বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে এনডিডিসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রকল্প সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয় হতে ৬ টি ব্যাচে মোট ১২০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয় সিলেটে আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহনের পর ৭ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চাকুরী প্রদানে সহায়তা করা হয়। এর মধ্যে একজন মহিলা এবং ৬ জন পুরুষ। প্রতিবন্ধীতার ধরন অনুযায়ী ১জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (লো-ভীষণ) এবং অপর ৬ জন শারিরীক প্রতিবন্ধী। এ ছাড়া ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্পের আওতায় ১১০টি আইপি ক্যামেরা বসানোর কাজ এই অর্থ বছরে বাস্তবায়িত হবে। সভাপতি, প্রতিবন্ধীসহ নৃতাত্ত্বিক অবহেলিত দলিত জনগোষ্ঠিকে প্রশিক্ষণ প্রদান বৃদ্ধির জন্য বিসিসির দৃষ্ঠি আকর্ষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সিলেট বিভাগে ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন পূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য সভার পূর্বে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের গুণগত মান ঠিক রেখে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) প্রতিবন্ধীসহ অবহেলিত দলিত নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠিকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থায় আনতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ : (১) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।

(২) বিসিসি, সিলেট অঞ্চল, সিলেট।

৩.১৬ বিটিসিএল, সিলেট

এ বিভাগের বিভিন্ন সরকারী অফিসের আংশিক টেলিফোন বিল পরিশোধ করা হলেও এখনো বিপুল পরিমাণ টেলিফোন বিল বকেয়া রয়েছে । অফিস সমূহকে বকেয়া পরিশোধের জন্য নোটিশ প্রদানের কাজ চলমান । সরকারের রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে বকেয়া বিল সমূহ পরিশোধের ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত: (ক) বিভাগীয় বাংলোতে ও অফিসের নেট লাইন 'জীবন' স্থাপনের কাজ দ্রুত করতে হবে।

(খ) সরকারি মোবাইল ফোনের (টেলিটক) গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(গ) সভার পূর্বে বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (ক) প্রধান কর্মাধ্যক্ষ, সিলেট টেলিযোগাযোগ অঞ্চল, সিলেট।

(খ) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।

৩.১৭ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, সিলেট

প্রতিটি স্কুলে শতভাগ ক্লাস নেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করাসহ এসএসসি পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে সভাপতি উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা এবং জেলা প্রশাসকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, সবকটি দিবস মিলে দুইশতাধীক হবে।

এ সব দিবসে ছাত্রদের ক্লাস বর্জন রেখে দিবস পালন করে শিক্ষার্থীরা সমূহ ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে। এ ছাড়া তারা যা বুঝে না সে বিষয়টি তাদেরকে সভায় রেখে জোর করে বড় বড় বক্তৃতায় গিলানো হয়। সভায় সভাপতি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক দিয়ে ক্লাস নিশ্চিত করতে হবে। কোন অবস্থাতে বিভিন্ন দিবসের নামে শিক্ষার্থীদের রাস্তাঘাটে সম্মেলন কক্ষে আটকে রাখা যাবে না। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: (ক) কোন দিবসের কাজে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করা যাবে না।

(খ) প্রতিটি স্কুলে শতভাগ ক্লাস নেওয়া এবং এসএসসি পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অন্তত ২টি করে প্রতিটি ক্লাসের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।

(২) উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সিলেট অঞ্চল।

৩.১৮ উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেট

উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেট জানান, বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সভাপতি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন ও মেরামত কাজ সঠিকভাবে মনিটরিং করতে হবে। এ ছাড়া, যে সকল শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় না, তাদেরকে বিদ্যালয়ে নেবার জন্য উঠান বৈঠক করে শিক্ষার্থীদের শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'মিড ডে মিল' চালুর জন্য জেলা প্রশাসকগণ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

সিদ্ধান্ত: (ক) উৎসবমুখর আনন্দদায়ক পরিবেশে পাঠদান সঠিকভাবে মনিটরিং করতে হবে।

(খ) শিক্ষার্থীদের শত ভাগ ভর্তি নিশ্চিত করতে মা সমাবেশ, হোম ভিজিট, অভিভাবক সভা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

(গ) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মিড ডে মিল চালুর জন্য জেলা প্রশাসকগণ নির্দেশনা প্রদান করবেন।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।

(২) উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সিলেট অঞ্চল।

৩.১৯ বিআরডিবি, সিলেট

বিআরডিবি সিলেটের উপ-পরিচালক জানান যে, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ঋণ আদায় কার্যক্রম সিলেট জেলায় ৯০%, সুনামগঞ্জ জেলায় ৯২%, হবিগঞ্জ জেলায় ৮৯% এবং মৌলভীবাজার জেলায় ৯১%।

সভাপতি জেলা প্রশাসকগণ-কে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প নিয়মিত দর্শণ/পরিদর্শণ অব্যাহত রাখাসহ ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে মনিটরিং করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। বিভাগীয় কমিটির সভার আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: (ক) একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম আরও নিবিড়ভাবে মনিটরিং করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) কৃষক সদস্যরা যাতে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ ও জমা প্রদান করতে ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (ক) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।

(খ) উপ পরিচালক, বিআরডিবি, সিলেট।

৩.২০ বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা, সিলেট

সভাপতি যে সকল ইউনিয়নে এখনও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়নি সে সকল ইউনিয়নে দ্রুত কমিটি গঠন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ছাড়া বিভাগের সকল অঞ্চলে শতভাগ পরিকল্পিত পরিবার গঠনের জন্য অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত: (ক) বিভাগের সকল অঞ্চলে শতভাগ পরিকল্পিত পরিবার গঠনের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

(খ) সবগুলো ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কমিটি দ্রুত গঠনপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: পরিচালক, বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিস, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

৩.২২ বিভাগীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, সিলেট

সভাপতি বিভাগীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর সার্বিক কার্যক্রম আরো সহজ করতে ই-মেইলের মাধ্যমে বা ৩৩৩ হতে অভিযোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সরকারের সকল সেবা যাতে একটি মাধ্যম হতে দেয়া যায় সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি জেলা-উপজেলায় প্রচারণা কাজ আগামীতে আরো জোরদার করা হবে।

সিদ্ধান্ত: (ক) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণকে আরো সহজ করতে ই-মেইলের মাধ্যমে বা ৩৩৩ নম্বর হতে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। (খ) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: উপপরিচালক, বিভাগীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, সিলেট।

৩.২৩ পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট

পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিকাশমান সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতিত সিলেট বিভাগ অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যাতীত কাউকে বিদ্যুৎ সংযোগ না দিতে অনুরোধ করেন। তিনি জানান যে, পরিবেশ রক্ষায় ডিজিটাল পদ্ধতি গ্রহণের জন্য পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ।

সিদ্ধান্ত: (ক) পরিবেশ অধিদপ্তরের টাস্কফোর্স অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ অভিযানে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

(খ) ইট ভাটায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার এবং পাহাড়, টিলা কাটা এবং জীব বৈচিত্র্য নষ্ট করে বালি ও পাথর উত্তোলন বন্ধ করতে হবে।

(গ) পাহাড় ও টিলা কাটা বন্ধ করতে ট্রাক এবং এক্সেবেটর মালিকদের তাদের সমিতির মাধ্যমে পত্র দিয়ে সতর্ক করতে হবে।**বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ:** (১) উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট।

(২) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ।

(৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন, সিলেট।

(৪) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/মৌলভীবাজার/হবিগঞ্জ।

৩.২৪ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সরকারি রাজস্ব পরিশোধ করে স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের সরকার নির্ধারিত জায়গায় ডাম্পিং করার কথা থাকলেও আমদানীকারকগণ সরকারি রাজস্ব পরিশোধ না করে পাথর ও কয়লা অবৈধভাবে সরকারি বনভূমি জবরদখল করে বন বিভাগের জায়গায় ডাম্পিং করে ও অবৈধভাবে ক্রাশার মেশিন স্থাপন করেছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে পরিপত্র অনুযায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে হলে জমির মালিকানা সংক্রান্ত প্রমান পত্র প্রয়োজন রয়েছে । অথচ সরকারি সংরক্ষিত বনভূমি জবরদখল করে অবৈধভাবে স্থাপিত স্টোন ক্রাশার মিশিন ও পাথর কয়লা ডাম্পিং ব্যবসা কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। জাফলং এর সংরক্ষিত বন ও বনভূমি রক্ষায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, তামাবিল, সিলেট; কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট কর্তৃপক্ষ, সিলেট; বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বটেশ্বর, সিলেট; জেলা প্রশাসক, সিলেট; পুলিশ সুপার, সিলেট; বিজিবি, সিলেট এবং উপজেলা প্রশাসন, গোয়াইনঘাট এর সম্মিলিত সহযোগীতা প্রয়োজন মর্মে বিভাগীয় বন, সিলেট উল্লেখ করেছেন।

সিদ্ধান্ত: (ক) সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ অভিযানে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। (খ) জীব বৈচিত্র্য ধবংশ করে বালি ও পাথর উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। (গ) সরকারি সংরক্ষিত বনভূমি জবরদখল করে অবৈধভাবে স্থাপিত স্টোন ক্রাশার মিশিন ও পাথর কয়লা ডাম্পিং ব্যবসা কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট।

(২) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ।

(৩) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট।

(৪) জেলা প্রশাসক, সিলেট।

৩.২৫ বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস সিলেটকে দালালমুক্ত হিসেবে অব্যাহত রাখতে হবে। অনলাইনে আবেদন পত্র গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পাসপোর্ট এর জন্য প্রাপ্ত আবেদন ও সরবরাহের মাসিক বিবরণী নিয়মিত প্রতিটি সভার পূর্বে এ কার্যালয়ে প্রেরণ করে নিশ্চিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: (ক) পাসপোর্ট এর জন্য প্রাপ্ত আবেদন ও সরবরাহের মাসিক বিবরণী নিয়মিত প্রতিটি সভার পূর্বে এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট।

(খ) পাসপোর্ট অফিসকে দালালমুক্ত রাখার জন্য নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।

(২) পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট।

৩.২৬ জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, সিলেট

সভাপতি নির্ভুল ও সঠিকভাবে স্তরভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে মৌজাওয়ারী রিভিশনাল জরিপের The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ১৪৪(৭) ধারায় চূড়ান্ত প্রকাশিত ভলিউম ও মৌজা ম্যাপ জেলা প্রশাসক ও অন্যান্যদের নিকট দ্রুত হস্তান্তর করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, সিলেট জোন, সিলেট।

৩.২৭ বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস, সিলেট

বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় সিলেটের যুগ্ম পরিচালক জানান যে, বর্তমানে বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সভাপতি বলেন, সকল পরিসংখ্যানিক তথ্যাদি সংরক্ষণ রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে সরবরাহ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: (ক) চলমান প্রকল্প সমূহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: যুগ্ম পরিচালক, বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, সিলেট।

৩.২৮ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, সিলেট।

প্রকল্পভূক্ত ০৪টি জেলার ৩০টি উপজেলায় প্রতি উপজেলায় ৫টি করে মোট ১৫০ টি কৃষক বিপণন গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ৭৯০০ জন কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষকদেরকে পোষ্ট হারভেস্ট টেকনোলজি, ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধোকরণ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়েছে। কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য ৪টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে। গ্রুপভূক্ত কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা সহজ করার জন্য ০৪টি জেলায় ০৪টি এ্যাসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। কৃষকদেরকে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সিলেট জেলার শেখঘাট এলাকায় একটি অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: (ক) ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধোকরণচলমান প্রকল্প সমূহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

৩.২৯ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, সিলেট:

সিদ্ধান্ত: (ক) সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন সভার পূর্বে নিকষ ফন্টে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) চলমান প্রকল্পসমুহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: উপ পরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, সিলেট।

৩.৩০ জেলা পরিষদ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার

সভাপতি বলেন, সিলেট বিভাগের আওতাধীন সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার জেলা পরিষদের চলমান প্রকল্পসমূহের গুনগত মান বজায় রেখে দ্রুত কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

সিদ্ধান্ত: (ক) সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) চলমান প্রকল্পসমুহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: ১-৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।

৩.৩১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সিলেট:

সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, মাদক, ডেঙ্গু জ্বর, গুজব প্রতিরোধ ও '৩৩৩' কল সেন্টার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত:

সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ বিষয়ে মডেল রুপরেখা অনুযায়ী সিলেট বিভাগের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের ৩৯টি উপজেলার ৪৯৭০ জন কেন্দ্র শিক্ষক/ইমামদের মাধ্যমে খুতবা পূর্ব বয়ানে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া ডেঙ্গু জ্বর, "পদ্মা সেতুর জন্য মানুষের মাথা ও রক্ত লাগবে" সংক্রান্ত গুজব প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি, মাঠ পর্যায়ে '৩৩৩' কল সেন্টার ব্যাপক প্রচারের অংশ হিসেবে মসজিদে খুতবা পূর্ব বয়ানে আলোচনা করার জন্যও শিক্ষক,ইমাম/খতিবদের অনুরোধ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপজেলার ফিল্ড সুপারভাইজার, মডেল/সাধারণ কেয়ারটেকারদের মাধ্যমে বিষয়টি জোর মনিটরিং করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত সেপ্টেম্বর-২০১৯ মাসে ৪ টি জুম'আ খুতবা পূর্ব বয়ানের তথ্য নিম্নরুপ:

		মসজিদে জুম'আর খুতবায় বিষয় ভিত্তিক বয়ানের সংখ্যা (টি)					
ক্র.ম	জেলার নাম	সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে	মাদক প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে	নাগরিক সেবায় কল সেন্টার ৩৩৩ এর মাঠ পর্যায়ে প্রচারের জন্য	ডেঙ্গু জ্বর বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে	"পদ্মা সেতুর জন্য মানুষের মাথা ও রক্ত লাগবে" সংক্রান্ত গুজব প্রতিরোধে জন সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে	মন্তব্য
০১	সিলেট	২৭১৪	২২৪৫	২১৮০	২৯২০	২২০৬	

০২	সুনামগঞ্জ	১৭৭	১০৫	০৫	৮০	১২১	
০৩	মৌলভীবাজার	৯৮৪	৯৮৪	১০২৪	১০২৪	১০২৪	
০৪	হবিগঞ্জ	২৫২১	১২৮৫	১৬২০	১৫২৯	২৭৩৯	
মোটঃ		৬৩৯৬	৪৬১৯	৪৮২৯	৫৫৫৩	৬০৯০	

সভাপতি এসব বার্তা পৌছে দেয়ার জন্য পরিচালককে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সামাজিক ঘটনার প্রেক্ষিতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সিলেট বিভাগের মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কাযর্ক্রমের শিক্ষক ও ইমামদের মাধ্যমে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তি, দুর্নীতি, বাল্যবিবাহ, মানব পাচার, ইভটিজিং প্রতিরোধে মুসল্লিদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বয়ান জুম্মার খুতবার আগে অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ:

১। জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।

২। পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সিলেট।

বিবিধ নির্দেশনা এবং সিদ্ধান্ত:

১। কোন অফিসের ভূল তথ্যের জন্য কোন মানুষ যাতে বিভ্রান্তিতে না পড়ে সেজন্য ওয়েব পোর্টাল নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে। **২।** বিভাগীয় কমিশনার অফিসের ফেইসবুক একাউন্টে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে এবং ভাল পোস্টগুলোকে শেয়ার করতে হবে। **৩।** প্রতিটি অফিসের পরিচয়বাহী একটি স্থায়ী ই-মেইল আইডি এবং নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বর ব্যবহার নিশ্চিত করে অবহিত করতে হবে। **৪।** কার্যপত্রের প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে ইউনিকোড Nikosh ফন্টে টাইপকৃত সফটকপি এ ফোর কাগজে নিধারিত তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ:

১। বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভার সকল সদস্য।

২ । সহকারী কমিশনার, সাধারণ শাখা-১, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান. পিএএ
বিভাগীয় কমিশনার

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.০৬.০০১.১৫.৫০৮

তারিখ: ২৭ কার্তিক ১৪২৬
১২ নভেম্বর ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিলেট বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার সদস্য

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান. পিএএ
বিভাগীয় কমিশনার